



সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় মাস, উনবিংশ সংখ্যা, বুধবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, শ্রাবণ ২৭, ইংরিজি ২০২৬, আগস্ট ১৩



বঙ্গে আসছে নয়া শিল্প

হুগলিতে কার্বন ও ব্যাটারি উপকরণ প্রস্তুতির সম্ভাবনা

দক্ষিণ কোরিয়া থেকেও পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের দরজা খুলছে

কলকাতা: উন্নত কার্বন ও ব্যাটারি উপকরণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। হুগলির মহেশতিক্রিতে হিমাদ্রি স্পেশালিটি কেমিক্যালের একের পর এক নতুন প্রকল্প রাজ্যকে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনকেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরছে। বিশেষ কার্বন ব্ল্যাক থেকে শুরু করে ব্যাটারি অ্যানোড উপকরণ এবং কার্বন ন্যানোটিউব—বিভিন্ন উচ্চপ্রযুক্তির শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে বাংলার শিল্পভিত্তি আরও বৈচিত্র্যময় হচ্ছে। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মহেশতিক্রিতে বছরে ৭০ হাজার টন উৎপাদনক্ষম একটি বিশেষ কার্বন ব্ল্যাক উৎপাদন লাইন চালু করেছে সংস্থাটি। এর ফলে ওই কারখানায় বিশেষ কার্বন ব্ল্যাকের মোট উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে বছরে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টনে পৌঁছেছে। সংস্থার দাবি, একক স্থানে এই ধরনের উৎপাদনক্ষমতার নিরিখে এটি বিশ্বের বৃহত্তম কারখানা। এর পর এপ্রিল মাসে বাংলায় সংস্থার প্রথম ব্যাটারি অ্যানোড উপকরণ উৎপাদনকেন্দ্রও চালু হয়েছে। বছরে ২০০ টন উৎপাদনক্ষম এই কারখানা ভবিষ্যতের ব্যাটারি শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ তৈরির ক্ষেত্রে বাংলার সক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করছে। এখানেই থেমে নেই সংস্থার সম্প্রসারণ

পরিকল্পনা। ৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগে ভারতের প্রথম বাণিজ্যিক কার্বন ন্যানোটিউব উৎপাদনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বছরে ২০০ টন উৎপাদনক্ষম এই প্রকল্প ২০২৭ অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে চালু করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে। কার্বন ন্যানোটিউব উন্নত ব্যাটারি, বৈদ্যুতিন পণ্য এবং বিভিন্ন উচ্চপ্রযুক্তি শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় এই প্রকল্পের কৌশলগত গুরুত্বও যথেষ্ট। পাশাপাশি সিলিকন-কার্বন উপকরণ উৎপাদনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে সংস্থাটি। ভবিষ্যতে উৎপাদনক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ সংস্থার অগ্রাধিকারের তালিকায় উঠে আসছে বলেও জানা গিয়েছে। এই ধারাবাহিক বিনিয়োগের তাৎপর্য শুধু একটি সংস্থার সম্প্রসারণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বৈদ্যুতিক গাড়ি, শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা, উন্নত ব্যাটারি এবং বৈদ্যুতিন শিল্পের প্রসারের সঙ্গে উন্নত কার্বন ও ব্যাটারি উপকরণের চাহিদা দ্রুত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই বাজারকে সামনে রেখে বাংলায় এই ধরনের শিল্পের বিকাশ ভবিষ্যতে নতুন সহায়ক শিল্প, সরবরাহকারী সংস্থা, প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা এবং দক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের পরবর্তী পর্যায়ে শুধু প্রচলিত ভারী শিল্প বা বৃহৎ

উৎপাদনকেন্দ্র নয়, উন্নত উপকরণ ও ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পকেও সমান গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। হুগলিতে হিমাদ্রির সম্প্রসারণ সেই সম্ভাবনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হতে চলেছে বলেই অভিমত বিশেষজ্ঞদের। অন্যদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের পরবর্তী পর্যায়ে গাড়ি, বৈদ্যুতিন পণ্য ও উৎপাদন শিল্পের পাশাপাশি জাহাজ নির্মাণ এবং অর্ধপরিবাহী সরবরাহ-শৃঙ্খল নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে হিসেবে উঠে আসছে। অর্ধপরিবাহী শিল্পের প্রসার ঘটলে বড় প্রকল্পের পাশাপাশি একশোরও বেশি সরবরাহকারী সংস্থার জন্য নতুন বাজার তৈরি হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের জন্য সুযোগটি কৌশলগত। দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি সিওং-হো রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দক্ষ শ্রমশক্তিকে বিশেষ সম্ভাবনা হিসেবে দেখেছেন। পূর্ব ভারত ও প্রতিবেশী বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে কেন্দ্র করে কোরীয় সংস্থাগুলির জন্য নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়া ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ৫৪ বিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। একই সঙ্গে আগামী কয়েক বছরে ভারতে বিনিয়োগ দ্বিগুণ বা তিন গুণ করার লক্ষ্যও রয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার।

মধ্যপ্রদেশে বৈদ্যুতিক

গাড়ির প্রসারে গতি

ভোপাল: পরিবেশবান্ধব গণপরিবহণ ব্যবস্থার প্রসারে মধ্যপ্রদেশে বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যবহার বাড়ছে। কেন্দ্রের পিএম ই-ড্রাইভ প্রকল্পের আওতায় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যে মোট ৮৮,২০৯টি বৈদ্যুতিক গাড়ি ভর্তুকির আওতায় এসেছে। এর মধ্যে ৮১,৮৪০টি বৈদ্যুতিক দুই-চাকার গাড়ি এবং ৬,৩৬৯টি বৈদ্যুতিক তিন-চাকার গাড়ি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, একই অর্থবর্ষে মধ্যপ্রদেশে মোট ৯৪,২৭৭টি বৈদ্যুতিক গাড়ি ব্যবহারে এসেছে। তবে পিএম ই-ড্রাইভ প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের জন্য কোনও বৈদ্যুতিক বাস বরাদ্দ করা হয়নি। জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ইলেকট্রিক গাড়ির ব্যবহারে এগিয়ে রয়েছে ইন্দোর। সেখানে ১১,৩৪৭টি বৈদ্যুতিক দুই-চাকার এবং ১,৪৯৩টি তিন-চাকার গাড়ি মিলিয়ে মোট ১২,৮৪০টি গাড়ি ভর্তুকির আওতায় এসেছে। এরপর রয়েছে খালিয়র, যেখানে মোট সংখ্যা ৯,৪৭৬। জবলপুরে ৭,৯১৩টি এবং ভোপালে ৬,৬২২টি বৈদ্যুতিক গাড়ি এই সুবিধা পেয়েছে। কেন্দ্রের বৃহত্তর বৈদ্যুতিক যানবাহন নীতির অংশ হিসেবে এর আগে ফেম ইন্ডিয়া প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়িত হয়। ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত চলা এই প্রকল্পে মোট ১১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। প্রকল্পের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক দুই, তিন ও চার-চাকার গাড়িতে

চাহিদাভিত্তিক প্রণোদনা দেওয়ার পাশাপাশি বৈদ্যুতিক বাস এবং গণচার্জিং পরিকাঠামো তৈরিতেও সহায়তা করা হয়। এই প্রকল্পে প্রায় ১৬.৭২ লক্ষ বৈদ্যুতিক গাড়ি বিক্রিতে সহায়তা করা হয়েছে এবং ৩১ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত ৫,২৯৯টি বৈদ্যুতিক বাস পরিষেবায় এসেছে। পাশাপাশি ৯,৫৮৩টি বৈদ্যুতিক গাড়ির চার্জিং স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। বৈদ্যুতিক গাড়ির পাশাপাশি দেশীয় উৎপাদন পরিকাঠামো শক্তিশালী করতেও একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্র। অটোমোবাইল ও অটো-কম্পোনেন্ট শিল্পের জন্য পিএলআই প্রকল্পে ২৫,৯৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উন্নত প্রযুক্তির বৈদ্যুতিক গাড়ি ও যন্ত্রাংশের দেশীয় উৎপাদন বাড়ানোই এর অন্যতম লক্ষ্য। অন্যদিকে, অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রি সেল ব্যাটারি উৎপাদনের জন্য পিএলআই প্রকল্পে ১৮,১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য দেশে ৫০ গিগাওয়াট-ঘণ্টা ক্ষমতার প্রতিযোগিতামূলক ব্যাটারি উৎপাদন পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এর মধ্যে ৪০ গিগাওয়াট-ঘণ্টা উৎপাদন ক্ষমতা চারটি সংস্থাকে বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে চালু হওয়া পিএম ই-ড্রাইভ প্রকল্পে মোট ১০,৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রায় ২৮.৩০ লক্ষ বৈদ্যুতিক যানবাহন—দুই ও তিন-চাকার গাড়ি, বৈদ্যুতিক *দ্বিতীয় পাতায়*

মহাকাশে প্রযুক্তিতে বেসরকারি শক্তির অগ্রগতির সম্ভাবনা

নয়াদিল্লি: ভারতের মহাকাশ গবেষণা ও বাণিজ্যিক মহাকাশ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে আরও শক্তিশালী করতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কেন্দ্রের সরকার। স্টার্টআপকে আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে ইসরোর প্রযুক্তি হস্তান্তর, উৎক্ষেপণ ও পরীক্ষামূলক পরিকাঠামো ব্যবহারের সুযোগ—বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৈরি করা হচ্ছে সহায়ক পরিবেশ। লোকসভায় লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, পৃথিবীবিজ্ঞান এবং মহাকাশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) জিতেন্দ্র সিংহ এই তথ্য জানান। ডিপিআইআইটি-র স্টার্ট-আপ ইন্ডিয়া পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে প্রায় ৪৪০টি মহাকাশ প্রযুক্তি-ভিত্তিক স্টার্টআপ নথিভুক্ত রয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় জাতীয় মহাকাশ প্রসার ও অনুমোদন কেন্দ্র বা ইন-স্পেস এখনও পর্যন্ত ৫২টি বেসরকারি সংস্থাকে বিভিন্ন মহাকাশ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ১১৩টি অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি সংস্থা স্টার্টআপ। মহাকাশ ক্ষেত্রে দেশীয় প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। নিউ স্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড বা এনএসআইএল-এর মাধ্যমে ইসরো ও মহাকাশ দপ্তরে তৈরি ৮৩টি প্রযুক্তি ভারতীয় শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিও রয়েছে। এর মধ্যে ছোট উপগ্রহ উৎক্ষেপণযান, ইন্ডিয়ান মিনি স্যাটেলাইট-১ বাস, ইসরো লেজার জাইরো, ত্রি-ব্যান্ড অ্যান্টেনা ফিড, সিরামিক সার্ভো অ্যাক্সিলেরোমিটার, এক্স-ব্যান্ড মিনি-সার এবং এলটিসিসি মাল্টি-চিপ মডিউলের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিও রয়েছে। মহাকাশ ক্ষেত্রকে বেসরকারি বিনিয়োগের

জন্য আরও উন্মুক্ত করতে ভারতীয় মহাকাশ নীতি ২০২৩, মহাকাশ ক্ষেত্র ও অর্থনীতির বৃদ্ধির জন্য দশকব্যাপী পরিকল্পনা এবং উদারীকৃত প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বেসরকারি সংস্থাগুলিকে ইসরোর পরিকাঠামো ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। মহাকাশ স্টার্টআপগুলিকে সহায়তার জন্য ১,০০০ কোটি টাকার ডেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ড এবং দেশীয় মহাকাশ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বাণিজ্যিকীকরণ ত্বরান্বিত করতে ৫০০ কোটি টাকার টেকনোলজি অ্যাডপশন ফান্ড চালু করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন নীতিগত উদ্যোগের ফলে ভারতীয় মহাকাশ স্টার্টআপগুলিতে বিনিয়োগ বাড়ছে। ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত দেশে মহাকাশ স্টার্টআপগুলিতে মোট সঞ্চি়ত বিনিয়োগ প্রায় ৬১৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বলে জানানো হয়েছে। বিনিয়োগের প্রবণতাও প্রাথমিক পর্যায়ের বীজ মূলধন থেকে ধীরে ধীরে বড় আকারের বৃদ্ধিমুখী বিনিয়োগের দিকে এগোচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারেও ভারতীয় বেসরকারি মহাকাশ শিল্পকে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছে ইন-স্পেস। বিদেশি সরকার, মহাকাশ সংস্থা ও শিল্প সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা, আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী ও ব্যবসায়িক সম্মেলনে ভারতীয় সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ এবং বিদেশি সংস্থার সঙ্গে ব্যবসায়িক যোগাযোগ তৈরিতে সহায়তা করা হচ্ছে। এর ফলে ৩০টিরও বেশি দেশের বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে ভারতীয় বেসরকারি মহাকাশ ক্ষেত্রের সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হয়েছে। শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, বাস্তব প্রযুক্তিগত সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে স্টার্টআপগুলিকে। ২০২২ থেকে ২০২৬ সালের *দ্বিতীয় পাতায়*

কালো নুনিয়ায় ফিরছে ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের আয়ে বৃদ্ধির ঝলক

নয়াদিল্লি ও কলকাতা: উত্তরপ্রদেশের সিদ্ধার্থনগর পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর সহ তরাই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী কালো নুনিয়া ধান দেশজ কৃষিপণ্যের পাশাপাশি, কৃষকের আয় বৃদ্ধিরও গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই ধানের চাষের পরিমাণ ও উৎপাদনশীলতা দু'টিই বেড়েছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে সিদ্ধার্থনগর জেলায় কালো নুনিয়া ধানের উৎপাদন পাঁচ গুণেরও বেশি বেড়েছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছে কৃষকের আয়। ২০১৮ সালে কালো নুনিয়া চালের বিক্রয়মূল্য যেখানে ছিল কেজিপ্রতি প্রায় ৪০ টাকা, ২০২৬ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫০ টাকা। ফলে সাধারণ ধানের তুলনায় কালো নুনিয়া চাষে লাভের পরিমাণ তিন গুণেরও বেশি বেড়েছে। একই সময়ে এই ধান চাষে যুক্ত কৃষকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে—২০১৮ সালের ২,৯১৫ জন থেকে ২০২৪ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২৩,০০০ জন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলিতভাবে এই ঐতিহ্যবাহী ধানকে ঘিরে আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং বিপণন সহায়তা বাড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ক্ষুদ্র খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উদ্যোগের আনুষ্ঠানিকীকরণ প্রকল্প এবং ‘এক জেলা এক পণ্য’ প্রকল্পের অধীনে কালো নুনিয়া ধান প্রক্রিয়াকরণ ও চালকল স্থাপনকারী ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং কৃষক উৎপাদক সংস্থাগুলিকে সর্বোচ্চ ৩.৫ শতাংশ, অর্থাৎ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ-সংযুক্ত মূলধন ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি কালো নুনিয়া মহোৎসবের মাধ্যমে এই বিশেষ চালের ব্র্যান্ডমূল্যও বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সিদ্ধার্থনগরে ‘এক জেলা এক পণ্য’ প্রকল্পের অধীনে একটি সাধারণ পরিকাঠামো কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে কৃষকদের আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং এবং

রফতানি সহায়তার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। কালো নুনিয়া ধানের উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণনের জন্য রাজ্য সরকার পৃথক প্রকল্প অর্থায়নের ব্যবস্থাও করেছে। কালো নুনিয়ার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও বাড়িয়েছে কৃষিবিজ্ঞানীদের গবেষণা। ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের অধীন জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা এই ধানের বিভিন্ন দেশজ জাত সংরক্ষণ ও উন্নত জাত উদ্ভাবনে কাজ করছে। ঐতিহ্যবাহী জাতের পাশাপাশি কালো নুনিয়া কে এন-৩, বাউনা কালো নুনিয়া ১০১, বাউনা কালো নুনিয়া ১০২, কালো নুনিয়া কিরণ, পুসা নরেন্দ্র কালো নুনিয়া-১ এবং পুসা সিআরডি কালো নুনিয়া-২—এই ছয়টি উন্নত জাত অনুমোদিত হয়েছে। এর মধ্যে শেষের দুটি খাটো গড়নের উচ্চফলনশীল জাতের গড় উৎপাদনশীলতা হেক্টরপ্রতি ৪.৫ টন, যেখানে ঐতিহ্যবাহী জাতগুলির ক্ষেত্রে তা প্রায় ২.৫ টন। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে কৃষির অভিযোজনের বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। কালো নুনিয়ার ভৌগোলিক নির্দেশক স্বীকৃত এলাকার কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিকে নতুন উচ্চফলনশীল ও জলবায়ু-সহনশীল জাতের বহু-অঞ্চলীয় পরীক্ষা চালানোর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী কালো নুনিয়া সহ ধানের দেশজ জাত সংরক্ষণ ও কৃষকদের অধিকার সুরক্ষায় কাজ চলছে। এর

ফলস্বরূপ ইতিমধ্যেই ১,৭০০-র বেশি দেশজ ও স্থানীয় ধানের জাত নিবন্ধিত হয়েছে। চাষের বিস্তার ঘটাতে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনেও জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রতি বছর প্রায় ১৫ থেকে ২০ কুইন্টাল প্রজনন বীজ উৎপাদন করা হয়। ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬—এই পাঁচ বছরে কালো নুনিয়া ধানের বিভিন্ন জাতের মোট ৩৮৯.৬ কুইন্টাল মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। কালো নুনিয়ার সম্ভাবনা শুধু দেশীয় বাজারেই সীমাবদ্ধ থাকছে না। কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রফতানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আঞ্চলিক কৃষক উৎপাদক সংস্থাগুলিকে আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা হচ্ছে। সিঙ্গাপুর ও নেপালের মতো বাজারে রফতানির সুযোগ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে ‘বুদ্ধ রাইস’ নামে কালো নুনিয়ার বিপণন করে এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সামনে এনে জাপান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর ও মিয়ানমারের মতো বৌদ্ধপ্রধান উচ্চমূল্যের বাজারে প্রবেশের চেষ্টা চলছে। সিদ্ধার্থনগর ও আশপাশের তরাই অঞ্চলকে বিশেষ ধানের জন্য কৃষি-রফতানি অঞ্চলের কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে রফতানি প্যাকেজিং, অবশিষ্টাংশ পরীক্ষা এবং পণ্য সঙ্গনিরোধ-সংক্রান্ত মানদণ্ড পূরণে অগ্রাধিকারভিত্তিক আর্থিক সহায়তার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কালো নুনিয়ার এই পুনরুত্থান তাই একসঙ্গে কৃষি, বিজ্ঞান, ঐতিহ্য এবং বাজারকে যুক্ত করার একটি দৃষ্টান্ত। দেশজ জাতকে শুধু সংরক্ষণ না করে আধুনিক গবেষণা, উন্নত বীজ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্র্যান্ডিং এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা গেলে ভারতের বহু ঐতিহ্যবাহী কৃষিপণ্যই গ্রামীণ অর্থনীতির নতুন ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে। কালো নুনিয়া সেই সম্ভাবনারই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠছে।



সম্পাদকীয়

ভারতের অর্থনীতির পরবর্তী বড় চ্যালেঞ্জ শুধুমাত্র দ্রুত বৃদ্ধি নয়, সেই বৃদ্ধির ভিতকে আরও মজবুত করা। সাম্প্রতিক জাতীয় হিসাবের সংশোধিত পরিসংখ্যান সেই প্রশ্নটিকেই নতুন করে সামনে এনেছে। ২০২২-২৩-কে ভিত্তিবর্ষ ধরে প্রকাশিত সংশোধিত সিরিজ অনুযায়ী, ২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬—এই তিন বছরে ধ্রুব মূল্যে উৎপাদন ক্ষেত্রের স্থূল মূল্য সংযোজন বা জিডিএ-র যৌগিক বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১০.৮৮ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতীয় উৎপাদন শিল্প এখন শুধু পুনরুদ্ধারের পর্যায়ে নেই, বরং তুলনামূলক দ্রুত সম্প্রসারণের পথে এগোচ্ছে। পরিসংখ্যানের আরও একটি দিক অবশ্যই নজরে রাখা দরকার। মোট জিডিএ-তে উৎপাদন ক্ষেত্রের অংশ ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ সালে ছিল ১৪.৭ শতাংশ, ২০২৪ -২৫-এ ১৪.৫ শতাংশ এবং ২০২৫-২৬-এ বেড়ে ১৪.৮ শতাংশ হয়েছে। অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃদ্ধির গতি যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও সামগ্রিক জিডিএ-তে তার অংশে নাটকীয় পরিবর্তন এখনও ঘটেনি। এখানেই ভবিষ্যতের নীতির আসল প্রশ্ন—উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লেই হবে না, অর্থনীতিতে উৎপাদন শিল্পের কাঠামোগত গুরুত্বও বাড়াতে হবে। ভারতের সামনে আজ যে সুযোগ তৈরি হয়েছে, তা এক দশক আগের তুলনায় অনেক বেশি অনুকূল। আন্তর্জাতিক সরবরাহ-শৃঙ্খলে বৈচিত্র্য আনার প্রয়োজন, কৌশলগত পণ্যে আমদানিনির্ভরতা কমানোর তাগিদ এবং দেশীয় বাজারের বিপুল চাহিদা, এই তিনটি শক্তি একসঙ্গে কাজ করছে। এই পরিস্থিতিতে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’কে কেবল একটি স্লোগান না রেখে দীর্ঘমেয়াদি শিল্পনীতির ভিত্তিতে পরিণত করার সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রের একাধিক উদ্যোগ সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে। উৎপাদন-সংযুক্ত উৎসাহ

প্রকল্প বা পিএলআই, প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনা, জাতীয় লজিস্টিক নীতি, ভারত শিল্পোন্নয়ন যোজনা, অর্ধপরিবাহী ও বৈদ্যুতিন পণ্য উৎপাদন, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার এবং জাতীয় শিল্প করিডর উন্নয়ন কর্মসূচির মতো উদ্যোগগুলি উৎপাদন পরিকাঠামোকে একটি বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৌশলগত ক্ষেত্রে আমদানিনির্ভরতা কমানোর লক্ষ্য। অর্ধপরিবাহী, বৈদ্যুতিন পণ্য, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ কিংবা শক্তি নিরাপত্তার মতো ক্ষেত্রগুলিতে দেশীয় সক্ষমতা তৈরি করা শুধু অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়, ভবিষ্যতের কৌশলগত স্বাধীনতারও প্রশ্ন। সরবরাহ-শৃঙ্খলে সামান্য বিঘ্ন যাতে দেশের শিল্প উৎপাদনকে বড় ধাক্কা না দেয়, সেই স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করাই এখন জরুরি। তবে এখানে আশ্চর্যটির কোনও জায়গা নেই। উৎপাদন শিল্পের জিডিএ ১০.৮৮ শতাংশ হারে বাড়ছে—এটি নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। কিন্তু এই বৃদ্ধিকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে বড় শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। একটি বড় কারখানা তৈরি হলেই শিল্পায়ন সম্পূর্ণ হয় না। তার সঙ্গে যুক্ত হয় কাঁচামাল সরবরাহকারী, যন্ত্রাংশ প্রস্তুতকারক, পরিবহণ, গুদাম, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রযুক্তি পরিষেবা এবং বিপুল সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোগ। একই সঙ্গে উৎপাদনের গুণমান ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ। সস্তা শ্রমের ওপর নির্ভর করে দীর্ঘমেয়াদে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। উচ্চ উৎপাদনশীলতা, দক্ষ মানবসম্পদ, গবেষণা ও উন্নয়ন, স্বয়ংক্রিয়তা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে। ভারতের লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু ‘ভারতে তৈরি’ পণ্য নয়, ‘ভারতে তৈরি এবং বিশ্বমানের’ পণ্য।

এক পেড় মা কে নামে দেশজুড়ে সবুজের বার্তা

নয়াদিল্লি: হরিয়ালি অমাবস্যা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ‘এক পেড় মা কে নাম’ কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিয়ে দেশজুড়ে বৃক্ষরোপণ অভিযান চালান ‘বৃক্ষ মিত্র পরিবার’। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ এবং গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের নেতৃত্বে আয়োজিত এই অভিযানে ৩১টি রাজ্যজুড়ে ৫০ হাজারেরও বেশি চারাগাছ রোপণ হয়েছে। দিল্লির তালকাটোরা স্টেডিয়ামের কাছে সেন্ট্রাল রিজের পিবিজি গ্রাউন্ডে মূল কর্মসূচিতে মন্ত্রী, সাংসদ, সরকারি আধিকারিক, কৃষক, যুবক-যুবতী এবং সাধারণ মানুষ অংশ নেন। জল দেওয়ার মাধ্যমে চারাগাছের পরিচর্যা এবং ‘বন্দে মাতরম’ গানের মধ্য দিয়ে দিল্লির মূল কর্মসূচির সূচনা হয়। এরপর গণহরে বৃক্ষরোপণ করা হয়। দেশের বিভিন্ন গ্রাম্বে গ্রাম, শহর, পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগেও একইসঙ্গে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। সাধারণ মানুষকে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর জন্য উৎসাহিত করতে ‘বৃক্ষ মিত্র পরিবার’-এর সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। অনুষ্ঠানে শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, হরিয়ালি অমাবস্যা শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোরও একটি সুযোগ। ভারতীয় ঐতিহ্যে মানুষ, পশুপাখি, নদী, পাহাড় এবং বৃক্ষকে একটি পরস্পর-নির্ভরশীল প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখা হয়। তাঁর কথায়, গাছ লাগানো শুধুমাত্র সবুজ বাড়ানোর কাজ নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বিনিয়োগ। তবে চারা রোপণের পাশাপাশি তার সুরক্ষা ও নিয়মিত পরিচর্যার দায়িত্বও নিতে হবে। প্রত্যেক নাগরিককে বছরে অন্তত একটি করে গাছ লাগানোর পাশাপাশি আরও পাঁচজনকে এই উদ্যোগে যুক্ত করার আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, সন্তানের জন্ম কিংবা বাবা-মায়ের মৃত্যুবার্ষিকীর মতো বিশেষ দিনগুলিকে ‘বৃক্ষ পর্ব’ হিসেবে পালন করে বৃক্ষরোপণের পরামর্শও দেন তিনি। দীর্ঘমেয়াদে চারাগাছের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পঞ্চায়েত, পুরসভা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট বৃক্ষরোপণ এলাকা

চিহ্নিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে কৃষির সঙ্গে পরিবেশের সরাসরি সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন শিবরাজ সিং চৌহান। পরিবেশের অবক্ষয় কৃষি, জলের জোগান, মাটির স্বাস্থ্য এবং মানুষের জীবনযাত্রার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কৃষকদের জন্য বীজ ও সারের মতোই জল এবং মাটির স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি জানান। পরিবেশ রক্ষায় ‘মিশন লাইফ’, শক্তি সংরক্ষণ এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানোর ওপরও জোর দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। প্রকৃতিকে শোষণ না করে তার সম্পদ দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করার আহ্বান জানান তিনি। দিল্লি সরকারের মন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা জানান, শিবরাজ সিং চৌহানের এই উদ্যোগ থেকে দিল্লি সরকারও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নিয়েছে। তাঁর দাবি, দিল্লিতে ইতিমধ্যেই এক লক্ষেরও বেশি মানুষকে এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকেও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। দিল্লি সরকারের আর এক মন্ত্রী পরবেশ বর্মা বলেন, ‘এক পেড় মা কে নাম’ কর্মসূচি প্রতিটি নাগরিককে পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব নিতে অনুপ্রাণিত করবে। তাঁর বক্তব্য, উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণকে পাশাপাশি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পরিকাঠামো সম্প্রসারণের সঙ্গে সবুজ আচ্ছাদন সংরক্ষণের ভারসাম্যই টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি। অনুষ্ঠানে সাংসদ দর্শন সিং চৌধারী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিক, আইসিএআর, ডোয়ার এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্মী-সহ ‘বৃক্ষ মিত্র পরিবার’-এর বিপুল সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এই দেশব্যাপী কর্মসূচির মূল বার্তা, গাছ লাগানোই শেষ কথা নয়—গাছকে বাঁচিয়ে তোলাই প্রকৃত পরিবেশ সংরক্ষণ। ৩১ রাজ্যে ৫০ হাজারেরও বেশি চারাগাছ রোপণের মাধ্যমে সেই সামাজিক দায়বদ্ধতাকে আরও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সামুদ্রিক বিপর্যয়ে ওমান

মাসিরাহ: রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল বহনকারী একটি ট্যাঙ্কার থেকে দীর্ঘদিন ধরে তেল ছড়িয়ে পড়ার জেরে ওমানের উপকূলীয় অঞ্চলে বড় ধরনের পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ওমানের পরিবেশ সংস্থা বুধবার জানিয়েছে, ছড়িয়ে পড়া তেল ইতিমধ্যেই দেশের উপকূলরেখায় পৌঁছতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে আগামী দিনে এই ঘটনা বিশ্বের সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় তেলদূষণের ঘটনায় পরিণত হতে পারে। ক্যারোলিন বেজেঙ্গি নামে ট্যাঙ্কারটি আনুমানিক ৮ লক্ষ ব্যারেল রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল বহন করছিল। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা জাহাজটি ৩০ জুন ওমানের কাছে আটকে যায়। তেল ছড়িয়ে পড়া অব্যাহত থাকায় রাস মাদরাকা সংলগ্ন প্রায় ৪০ কিলোমিটার উপকূল এবং মাসিরাহ দ্বীপ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে ওমানের পরিবেশ সংস্থা। ট্যাঙ্কারটি এমন একটি দ্বীপের কাছে তেল হারাচ্ছে, যা ওমানের সামুদ্রিক প্রকৃতি সংরক্ষণ এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলে আরব সাগরের হাম্পব্যাক তিমি এবং সোকোট্রা করমোরান্ট-সহ গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক ও পাখি প্রজাতির বাসস্থান রয়েছে। ফলে তেলদূষণের প্রভাব শুধু উপকূলীয় পরিবেশেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ওপরও দীর্ঘমেয়াদি চাপ তৈরি হতে পারে। জাহাজটি প্রথম ৮ জুন ইয়েমেনের উপকূলের কাছে সমস্যা়য় পড়ার কথা জানিয়েছিল। সামুদ্রিক নিরাপত্তা সূত্রগুলির দাবি, সেই সময় জাহাজটিতে বিস্ফোরণের মতো ঘটনা ঘটেছিল। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও পক্ষ ওই জাহাজে হামলার দায় স্বীকার করেনি। রাশিয়া থেকে ভারতে যাওয়ার পথে

জাহাজটি দুটি পৃথক যুদ্ধক্ষেত্রের কাছ দিয়ে যাত্রা করছিল। এপ্রিল মাসে রাশিয়ার কৃষ্ণসাগরীয় বন্দর নভোরোসিস্ক থেকে যাত্রা শুরু করে এটি মে মাসের শেষে সুয়েজ খাল অতিক্রম করে। এরপর ইয়েমেনের উপকূলের পাশ দিয়ে এগিয়ে যায়। ওই সময় ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠীও আমেরিকা, ইজরায়েল ও ইরানকে ঘিরে বিস্তৃত আঞ্চলিক সংঘাতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। জাহাজটির দুর্ঘটনা সাধারণ সামুদ্রিক দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচিত না হয়ে সম্ভাব্য ‘যুদ্ধকালীন ঘটনা’ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় উদ্ধার ও ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থাও জটিল হয়ে উঠেছে। ট্যাঙ্কার থেকে তেল ছড়িয়ে পড়ার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংস্থা আইওপিসি ফান্ডস জানিয়েছে, ঘটনাটি ‘যুদ্ধের কাজ’ হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তারা পরিষ্কার করার খরচে যুক্ত হবে না। উপরন্তু, ২৫ বছরের পুরনো এই ট্যাঙ্কারটির কোনও স্বীকৃত পশ্চিমী বিমা সংস্থার বিমা নেই। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, যথাযথ ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া না হলে জাহাজটি ঢেউ ও বাতাসের ধাক্কায় আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ভেঙে পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে জাহাজে থাকা সম্পূর্ণ তেল সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করা সংস্থা স্কাইট্রুথের প্রধান আমোসের মতে, পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ দিকে গেলে ৪ থেকে ৫ কোটি গ্যালন পর্যন্ত তেল সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরিমাণের দিক থেকে তা ১৯৮৯ সালের কুখ্যাত এক্সন ভালডেজ তেলদূষণের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। ট্যাঙ্কারটির আকার ও ধারণক্ষমতার সঙ্গে ২০১৮ সালে চিনের উপকূলে দুর্ঘটনার শিকার ইরানের জাহাজ সানচি-র তুলনা করা হয়েছে। ওই দুর্ঘটনাকে

কয়েক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ট্যাঙ্কার-জনিত তেলদূষণের ঘটনাগুলির একটি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ওমান সোমবার জানিয়েছিল, তেলের আন্তরগণ প্রায় ৪০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তেল নিয়ন্ত্রণে ‘বুম’ বা ভাসমান প্রতিরোধক ব্যবহারের কথা জানিয়েছে দেশটি। তবে পরিবেশ সংস্থা ও তেলদূষণ বিশেষজ্ঞদের হিসাব অনুযায়ী, প্রকৃত বিস্তৃতি আরও বেশি হতে পারে। গ্রিনপিসের মধ্যপ্রাচ্য শাখার রাজনৈতিক প্রচার বিভাগের প্রধান হানেন কেক্সেস জানান, জুলাইয়ের শেষে প্রায় ৪৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা তেলদূষিত ছিল। আগস্টের শুরুতে তা বেড়ে হয় প্রায় ১৫০ বর্গকিলোমিটার। এরপর মাত্র দুদিনের মধ্যে তা প্রায় চার গুণ বেড়ে ৬০০ বর্গকিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে বিশেষজ্ঞদের হিসাব। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থা বা আইএমও জানিয়েছে, মৌসুমি বর্ষার পরিস্থিতির কারণে ট্যাঙ্কারের কাছে পৌঁছনো কঠিন হয়ে পড়েছে এবং উদ্ধারকাজও বিলম্বিত হয়েছে। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তেলদূষণ মোকাবিলার জরুরি পরিকল্পনা কার্যকর রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু ভাসমান প্রতিরোধক ব্যবহার করে এই বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব নয়। প্রথমে ট্যাঙ্কারটিকে স্থিতিশীল করা এবং জাহাজে অবশিষ্ট অপরিশোধিত তেল অন্য জাহাজে স্থানান্তর করা জরুরি। যত বেশি সময় পেরোবে, ট্যাঙ্কারটির কাঠামোগত ক্ষতি তত বাড়বে এবং উদ্ধারকাজ আরও জটিল ও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। ফলে ওমানের উপকূল ও সামুদ্রিক সংরক্ষণ এলাকাকে রক্ষা করতে দ্রুত আন্তর্জাতিক সমন্বিত পদক্ষেপই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বৈদ্যুতিক গাড়ির

প্রথম পাতার বাকি অংশ
ট্রাক, বাস এবং অ্যাম্বুল্যান্স—কে প্রগোদনার আওতায় আনার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে। বৈদ্যুতিক বাস মোতায়েনের জন্য ৪,৩৯১ কোটি টাকা এবং দেশজুড়ে বৈদ্যুতিক চার্জিং পরিকাঠামোর জন্য ২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। গণপরিবহণে বৈদ্যুতিক বাসের ব্যবহার বাড়াতেও পৃথক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পিএম ই-বাস সেবা-পেমেন্ট সিকিউরিটি মেকানিজম প্রকল্পে ৩,৪৩৫.৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ৩৮ হাজারেরও বেশি বৈদ্যুতিক বাস মোতায়েনের লক্ষ্য রয়েছে। ১০ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ২৭,৫৫৫টি বৈদ্যুতিক বাস রয়েছে। দেশে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়াতে জিএসটি ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। ব্যাটারিচালিত গাড়ির জন্য সবুজ নম্বরপ্লেট চালু এবং পারমিটের বাধ্যবাধকতা থেকে ছাড়ের পাশাপাশি রাজ্যগুলিকে বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্ষেত্রে পথকর মকুবের পরামর্শও দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৪৫ লক্ষেরও বেশি বৈদ্যুতিক গাড়ি সমর্থন বা বিক্রি হয়েছে। একই সঙ্গে ৭ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত সারা দেশে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৬৭,৬৫৭টি ইভি চার্জার স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে ১,১৩৯টি ব্যাটারি-সোয়াপিং স্টেশনের চার্জার।

সতর্কের বার্তা

নয়াদিল্লি: রাজ্যসভায় অন্য সদস্যের বক্তব্যে বাধা দেওয়ার সময় অসৌজন্যমূলক ও অমর্যাদাকর মন্তব্য থেকে বিরত থাকার জন্য সদস্যদের সতর্ক করলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। বুধবার সংসদে তাঁর পর্যবেক্ষণে তিনি বলেন, কোনও সদস্যের বক্তব্যে বাধা দেওয়ার সময় এমন কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়, যাতে সহকর্মী সদস্যের অনুভূতি ও আবেগে আঘাত লাগে। তিনি আরও বলেন, ভারতের সংস্কৃতি অনন্য এবং তা বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তাই সংসদের ভিতরেও দেশের এই সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও অন্তর্ভুক্তির চেতনাকে সম্মান করা জরুরি।

সামরিক সাহায্যে জোর

প্রথম পাতার বাকি অংশ
মধ্যে অগ্নিকূল কসমস, স্কাইরকট অ্যারোস্পেস, পিজ্জেল, গ্রুব স্পেস, ম্যানাস্টু স্পেস, গ্যালাক্সআই, বেলোট্রিক্স অ্যারোস্পেস-সহ একাধিক সংস্থাকে উৎক্ষেপণ সুবিধা, ইঞ্জিন পরীক্ষা, পরিবেশগত পরীক্ষা, গ্রাউন্ড স্টেশন সহায়তা, হার্ডওয়্যার-ইন-দ্য-লুপ সিমুলেশন এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধা দেওয়া হয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগে ভারতের মহাকাশ অর্থনীতির চরিত্রও দ্রুত বদলাচ্ছে। একসময় মহাকাশ গবেষণা মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠাননির্ভর থাকলেও বর্তমানে উৎক্ষেপণযান, উপগ্রহ, মহাকাশভিত্তিক পরিষেবা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কৃষি, সামুদ্রিক পর্যবেক্ষণ এবং নগর পরিকল্পনার মতো ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ

বাড়ছে। সরকারি প্রযুক্তি ও পরিকাঠামোকে শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করে এই ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যেই নীতি, অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তরকে একই কাঠামোর মধ্যে আনা হয়েছে। সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, মহাকাশ ক্ষেত্রের উদারীকরণের পরবর্তী পর্যায়ে দেশীয় প্রযুক্তির বাণিজ্যকীকরণ, বেসরকারি উৎক্ষেপণ পরিষেবা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতীয় সংস্থার প্রবেশ আরও জোরদার করার সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সেই অর্থে ৪৪০টি মহাকাশ প্রযুক্তি স্টার্টআপের উপস্থিতি শুধু একটি সংখ্যাগত সাফল্য নয়; ভারতের মহাকাশ অর্থনীতিতে একটি নতুন বেসরকারি শিল্পভিত্তি গড়ে ওঠারও ইঙ্গিত দিচ্ছে বলেই মনে করছেন প্রযুক্তিবিদ ও গবেষকদের একাংশ।

বিশ্ববাজারে যাক মেক ইন ইন্ডিয়া

নয়াদিল্লি: দেশীয় পণ্য ও পরিষেবাকে আন্তর্জাতিক বাজারে আরও শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল। নয়াদিল্লির ভারত

মণ্ডপমে ভারতীয় বাণিজ্য মহোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি ন্যায্য বাণিজ্যনীতি অনুসরণ, পুনর্ব্যবহার ও পুনঃক্রয়নের প্রসার এবং বৃত্তাকার অর্থনীতি গড়ে তোলার ওপর জোর দেন।



ডাকে সাজ দিয়ে...